৮০০ কৃষকের হাতে সিঙ্গুরে কাল ক্ষতিপূরণ মমতার

রাজীব মৈত্র, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ লড়াই শেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী পরশু, বুধবার সিঙ্গুরের 'বিজয় উৎসব'-এর মঞ্চ থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেওয়া হবে সিঙ্গুরের জমির মালিকানা। যারা দশ বছর আগে তদানীন্তন বাম সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের হাতেও সেই চেক তুলে দেওয়া হবে। এই দুটি কাজ-ই হবে বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। ওই দিন সিঙ্গুরে 'মানুষের জয় মাটির জয়' শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন।

সোমবার সিঙ্গুর নিয়ে নবান্নে জরুরি বৈঠকের পর এই কথা সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি জানান, সিঙ্গুরে জমি ফেরানোর কাজ যতদিন-না শেষ হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত চালু থাকছে কম দামে চাল এবং মাসিক আর্থিক অনুদান প্রকল্পও।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তিলার্ধ সময় নষ্ট না করে সিঙ্গুরের জমি জরিপ, সমীক্ষা এবং পটিং-এর কাজ যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে এদিনের বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কথায়, 'কাজটা এত সহজ ছিল না। ইটস এ গুড ডেভেলপমেন্ট।' তার মন্ত্রিসভার পূর্ণমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে নবান্নে সাংবাদিকদের মমতা জানান, টাটাদের জন্য তদানীন্তন সরকার অধিগ্রহণ করেছিল ৯৯৭ একর জমি। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মাত্র ক'দিনে যেভাবে কাজ হয়েছে, তাতে আমি খুশি। আপাতত ৬২০ একরের মতো জমির ডিমার্কেশন হয়ে গিয়েছে। সেই মতো ৮০০ চেক তৈরি করা হচ্ছে। তার সঙ্গে ৯,১১৭ জনের জমির পড়চাও তৈরি করা হচ্ছে। আগামী কালের মধ্যেই এই কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে।

পরদিন অর্থাৎ বুধবার থেকেই সেই জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া শুরু হবে।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সিঙ্গুরের জমির মোট ৯,১১৭ টি পটের দলিল এবং পড়চা বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যে কৃষক অথবা জমির মালিক দশ বছর আগে ক্ষতিপূরণ নেননি, তাদের মধ্যে ওইদিন ৮০০ জনের হাতে ক্ষতিপূরণের চেকও তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। জমির সমীক্ষা এবং জরিপের কাজ ভিডিও রেকর্ডিং করা হচ্ছে।' জমি চাষযোগ্য করেই কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে এদিনও মুখ্যমন্ত্রী আবার জানিয়েছেন। তবে যতটা জমি টাটাদের কারখানার জন্য ঘেরা হয়েছিল, তার সবটা চাষের অযোগ্য হয়ে যায়নি বলেই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কথায়, 'জমি দীর্ঘদিন ধরে চাষ না হলে সে জমির উর্বরতা বেড়ে যায়।' অর্থাৎ যে জমিতে টাটাদের ইস্পাত ও কংক্রিটের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, সেই জমিকে বাদ দিলে বাকি অংশের জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার।

গোমতী জেলায় ৪টি স্বাস্থ্য শিবির ১৫ই

উদয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী পনের সেপ্টেম্বর গোমতী জেলায় চারটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী পনের সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের অধীন গকুলপুর টাউন কলোনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুংরুং এ, আঠারভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কাচিগাং এবং চন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন দাতারামে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আদালতে যাবে তৃণমূল

➔ ১ম পাতার পর

বিস্ময়কর। আমরা দলের পক্ষ থেকে আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। এই বিষয়ে আমরা অবশ্যই আদালতে যাবো। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে আদালতে যাওয়ার কথা বলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, অধ্যক্ষ সম্পূর্ণভাবে আইনের অপব্যাখ্যা করেছেন। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস একজন উপজাতি নেতাকে পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন করাতেই মেলারমাঠের মাথা ঘুরে গেছে। তারা কিছুতেই একজন উপজাতি বিধায়ককে বিরোধী দলনেতা হতে দিতে রাজি নয়। তাই অধ্যক্ষ পার্টির নির্দেশকে মান্যতা দিতে আইনের অপব্যাখ্যা করে দলের আদেশ পালন করেছেন। অধ্যক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোরামেই আটকে আছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের এই ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সুদীপবাবু অভিযোগ করেন।

গত এক সপ্তাহ ধরে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিরোধী দল ও দিবাচন্দ্র রাঙ্খলকে বিরোদী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর চলতে থাকে। একদিকে অধ্যক্ষ স্বয়ং অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস দল। দুই পক্ষের আইনি যুক্তি ও ব্যাখ্যা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে রাজ্য রাজনীতি। অবশেষে সব জল্পনার অবসান হল সোমবার। তৃণমূল কংগ্রেসকে বিধানসভার বাইরেই বিরোধী দল হিসাবে কাজ চালাতে হবে।

ত্রিপুরার সঙ্গে সহযোগিতা

➔ ১ম পাতার পর

তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ত্রিপুরাকে আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ভারতীয় গাড়ি চালকদের বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পেট্রোপণ্যের লরি ত্রিপুরায় নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে শ্রীশ্রিংলা মনে করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে এই সম্পর্ক সবসময় বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা থেকে সংবাদ প্রতিনিধির সংযোজন ঃ ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে বেলা একটায় হাইকমিশনার আখাউড়া স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টে পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সে সময় তিনি জানান, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বৈঠকে আখাউড়া-আগরতলা রেল, আশুগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আখাউড়া সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, ফেনী ও মুহুরী নদীর ওপর সেতু নির্মাণসহ আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে। সে সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে ভারত বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সবধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়েও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

চার লেন সড়কের ক্ষেত্রে ভারত বেশি লাভবান হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, এই সড়ক হলে দুই দেশের বাণিজ্যের প্রসার হবে, দুই দেশই এতে লাভবান হবে। এককভাবে কেউ লাভবান হবে না। আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সড়ক চার লেন করার ক্ষেত্রে ভারত অর্থ সহায়তা দেবে বলে জানান হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক নিবিড়। বন্ধুপ্রতিম। দুই দেশের বাণিজ্য প্রসারে আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৪৭ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে রূপান্তর করা হবে। বাংলাদেশ সরকার জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করেছে। ভারত এই সড়ক উন্নয়নের অর্থ দেবে। এছাড়া আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ভারতীয় অংশের ৫ কিলোমিটারে কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ অংশে জমি অধিগ্রহণ করা হলে দ্রুত কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পেও অর্থ দেবে ভারত।

বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতীয় ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে চলমান সমস্যাগুলো দূর করা হবে বলে জানিয়েছেন হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন। তিনি জানান, ভিসাসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত।

এদিকে হর্ষবর্ধন শ্রীংলা এদিন সস্ত্রীক ত্রিপুরায় সরকারী সফরে যাওয়ার আগে আখাউড়া তল্লাশিচৌকিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ফাঁড়ির অতিথিশালায় দুপুরে কথা বলেন। পুরো সময় তিনি কথা বলেছেন বাংলায়। দার্জিলিংয়ের লোক হলেও পড়াশোনা থেকে শুরু করে পেশাজীবনে বাংলার বাইরেই থেকেছেন। বাংলাদেশে হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর বাংলা ভাষাটা ভালোভাবে চর্চা শুরু করেছেন বলে জানালেন। বললেন, 'বাংলা শিখছি। তবে এখনও পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারিনি।'

পুরোদমে গ্যাস বটলিং শুরু

➔ ১ম পাতার পর

কাজ মঙ্গলবারও চলার কথা রয়েছে। প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ এ সুযোগে প্ল্যান্টটিতে যথা নতুন শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে দৈনিক গড়ে ত্রিশ গাড়ির কাছাকাছি বটলিং করা সম্ভব হবে। আর তা করা গেলে রাজ্যের বর্তমান গ্যাস সঙ্কট পুজোর আগেই নাগালে চলে আসার কথা। এমনই আশা আই ও সি আধিকারিকদের। তাদের বক্তব্য, যাবতীয় উদ্যোগের মূলে রয়েছেন আই ও সির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান, নির্বাহী অধিকর্তা দীপঙ্কর রায়।

রাজ্যপাল বরখাস্ত

➔ ১ম পাতার পর

সাথে দেখা করেন। তখনই তাদের মধ্যে চর্চা হয় যে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যপাল রাজখোয়াকে তার পদে রাখা ঠিক হবে না।

যদিও রাজখোয়া আগেই নাকি জানিয়ে দেন যে, তিনি পদত্যাগ করবেন না। রাজ্যপাল তাকে বরখাস্ত করুক। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ ব্যাচের আইএএস অফিসার জ্যোতি প্রসাদ রাজখোয়া আসামের মুখ্যসচিব ছিলেন। রাজ্যপাল হবার পূর্বে আসামের মুখ্য সচিব পদে অবসর নেন তিনি।

টুটন দে হত্যা, আদালতের নির্দেশে খুনের মামলা

সংবাদ প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্চ আদালতের দাবড়ানি খেয়ে অবশেষে দক্ষিণ জেলার বাইখোড়া এলাকার যুবক টুটন দে-এর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করতে বাধ্য হল। আজ দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার উচ্চ আদালতকে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ঘটনায় এফআইআর রেজিস্ট্রি করা হয়েছে বাইখোড়া থানায়। বাইখোড়া পিএস কেইস নম্বর 2016/BKK/053 dated 08-09-2016 U/S 306/34 I.P.C. শুধু তাই নয়, মামলার তদন্তকারী অফিসারও নতুনভাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আগামী পনেরদিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেবে।

উল্লেখ্য, গত ১০ জুন দক্ষিণ জেলার কাকুলিয়া রেঞ্জ অফিসের কর্মচারী টুটন দে (২৬) তার বাইখোড়া বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে মারা যায়। অভিযোগ, রাস্তায় তাকে কয়েকজন দুষ্কৃতী প্রচণ্ডভাবে মারধর করে এবং তাকে খুন করে গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। মারধরের সময় তার আর্তচিৎকার অনেকেই শুনতে পায়, এমনকি তার মা ও বাবাকে উদ্দেশ করে কিছু কথাও বলে যায়। টুটনের এই কথাগুলো তারা শুনতেও পেয়েছে। বাড়ির লোকজন তাকে খুঁজতে বের হয়। ওইদিনই বেলা দুটোয় পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।

দুষ্কৃতীদের নামধাম জানিয়ে টুটনের বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হন। কিন্তু পুলিশ ঘটনায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করে। বহুবার দাবি জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কর্ণপাত করেনি। শেষে তারা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি ভাইফেই এবং বিচারপতি এস তলাপাত্র মামলা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। উচ্চ আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে মামলা লড়েন বরিষ্ঠ আইনজীবী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। তাকে সহায়তা করেন আইনজীবী দেবেশ চন্দ্র রায় ও দিব্যেন্দু সরকার।

মমতার সাথে সাক্ষাৎ মুন্নাভাইর

কলকাতা অফিস, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত 'মুন্নাভাই' সঞ্জয় দত্তের। এদিন কলকাতায় একটি শুটিংয়ের কাজে এসেছিলেন এই বলিউড অভিনেতা। আর সেই কাজের ফাঁকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। সঞ্জয় দেখা করতে আসতে চাইছেন শুনেই সময় দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ নবান্নে এসে পৌঁছন সঞ্জয় দত্ত। তিনি নবান্নে আসামাত্রই তাকে নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ে চলে যান নবান্নের সিএমও-তে। সেখানে গিয়েই সোজা মুখ্যমন্ত্রী ঘরে ঢুকে যান তিনি। ব্যক্তিগত কারণেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলেই জানিয়েছেন সঞ্জয়।

দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকার পর অবশেষে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন সঞ্জয়। একসময়ের কংগ্রেস সাংসদ তথা অভিনেতা সুনীল দত্তের পুত্র সঞ্জয়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাই কলকাতায় এসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন সঞ্জয়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে সঞ্জয় পৌঁছনোর পরেই তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিপুরি ছায়াছবির প্রিমিয়ার শো ১৪ই

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর বিকাল চারটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নং হলে ত্রিপুরায় এই প্রথমবার মণিপুরি চলচ্চিত্রের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশে মণিপুরি ছায়াছবির প্রিমিয়ার শো প্রদর্শিত হবে। ছবির নাম 'নঙনা কম্পা পকচদে'। এর নির্দেশক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ডঃ মাখোম মণি মোংসাবা। পাশাপাশি 'হ্যালো ত্রিপুরা' নামে একটি কোয়াটার্লি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ উন্মোচন করা হবে। ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিত সিন্‌হা। প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা এবং সম্মানীয় অতিথি হিসাবে বিধায়ক বীরজিৎ সিন্‌হা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও একইদিনে 'হোয়াইট আমব্রেলা' নামে একটি কক্‌বরক ছায়াছবির মহরৎ করা হবে। পরে মণিপুরি এবং বাংলা ভাষায় ডব করা হবে।

কমলপুরে ইঞ্জিনীয়ার্স ডে পালনের প্রস্তুতি

সংবাদ প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ইঞ্জিনীয়ার্স ডে উপলক্ষে মহকুমার বাস্তুকারেরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসোসিয়েশন আগামী পনের সেপ্টেম্বর দিনটি পালন করবে। তবে কর্মসূচি পালিত হবে চৌদ্দ ও পনেরোই সেপ্টেম্বর। প্রথম দিনটিতে ডিডব্লিওএসের উদ্যোগে হবে বৃক্ষ রোপণ। জেল বন্দিদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ, রক্তদান প্রভৃতি। পরের দিন অর্থাৎ পনের সেপ্টেম্বর হবে র‍্যালি, টাউন হলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিশ্বেশররাইয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে পাঁচ হাজার টাকা। সংগঠনের পক্ষে জানিয়েছেন বাস্তুকার দুলাল ঘোষ।

অতিরিক্ত কোচের সংযোজন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য নিম্নলিখিত ট্রেনে **অস্থায়ী ভিত্তিতে** নিম্নোক্ত মতো অতিরিক্ত কোচ সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে :-

ট্রেন নং. এবং নাম	কোচের ধরন	মেয়াদ
05664/শিলচর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	স্লীপার কোচ (1) (দৈনিক ভিত্তিতে)	শিলচর থেকে 12.9.2016 থেকে 30.9.2016
05663/আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		আগরতলা থেকে 13.9.2016 থেকে 1.10.2016
05664/শিলচর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	এসি 3-টিয়ার (1) (ত্রি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে)	শিলচর থেকে 12.9.2016 থেকে 30.9.2016 (প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার)
05663/আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		আগরতলা থেকে 13.9.2016 থেকে 1.10.2016 (প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার)

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস্), মালিগাঁও

rail badhe desh badhe

আমাদের দেখুন: https://www.facebook.com/NFRailway এবং https://twitter.com/railNf

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ত্রিপুরা সরকার
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
আই টি আই বিশ্রামগঞ্জ

শুভ উদ্বোধন

তারিখ - ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ইং
বেলা - ১ ঘটিকা, স্থান - বিশ্রামগঞ্জ

উদ্বোধন করবেন
শ্রী তপন চক্রবর্তী, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর

প্রধান অতিথি
শ্রী ভানুলাল সাহা, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

বিশেষ অতিথি
শ্রী সহিদ চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর

সম্মানিত অতিথি
শ্রী রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী কেশব দেববর্মা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী দিলীপ রায়, মাননীয় চেয়ারপার্সন, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতি
শ্রীমতী মায়ারাণী দেববর্মা, মাননীয় সদস্যা, টি টি এ এ ডি সি
শ্রী এম নাগারাজু, প্রধান সচিব, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর

অনুষ্ঠানে **সভাপতিত্ব** করবেন **মহ: ফখর উদ্দিন আহামেদ,** মাননীয় চেয়ারপার্সন, সিপাহিজলা জিলা পরিষদ।

সকলের উপস্থিতিতে নন্দিত হোক এই অনুষ্ঠান।

বিশেষ সচিব
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর

নদীতে উদ্ধার মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

সংবাদ প্রতিনিধি, জিরানীয়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নদীর জলে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীনগর থানার টেলারবন এলাকার ছিনাই নদীতে। ঘটনা ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে শুরু হয়ে যায় নানা রহস্যজনক গুঞ্জন। নিহত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন দেববর্মা (৪৫)। বাড়ি শ্রীনগর থানার মধুমঙ্গল পাড়ায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। ঘটনাটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু না কি হত্যাকাণ্ড তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ জানায়, রবিবার শ্রীনগর থানাধীন মধুমঙ্গল পাড়ার নিরঞ্জন দেববর্মা (৪৫) মাছ ধরার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন। রাত পর্যন্ত ফিরেননি। আজ সকালে এলাকাবাসী গরু চড়াতে গেলে টেলারবন এলাকায় ছিনাই নদীর জলে অর্ধ ডুবন্ত একটি মৃতদেহ দেখতে পান। ঘটনাটি শ্রীনগর থানায় জানালে পুলিশ ছুটে আসে। মৃতদেহ নদীর জল থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে নিরঞ্জন দেববর্মার পরিবারের সদস্যরাও ছুটে আসেন। মৃতদেহ শনাক্ত হয়। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বেলবাড়িতে স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ গত ৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বেলবাড়ি আর ডি ব্লকের উদ্যোগে সার্বিক সাক্ষরতার উপর আলোচনাচক্র এবং সাউথ জয়নগরস্থিত সাথী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্ব-উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ এবং মধুমেহ রোগের উপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং শিবিরে মহিলা, পুরুষ মিলিয়ে চোখের ৬৮ জন এবং মধুমেহ এবং উচ্চ রক্তচাপ সহ অন্যান্য রোগের ৮৯ জনকে দেখা হয়। তার মধ্যে প্রায় ৪৮ জনের চোখের পাওয়ারের সমস্যা, ২১ জনের মধুমেহ রোগ এবং ১২ জনের উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয় করা হয় এবং ডাক্তার দেখানোর উপদেশ দেওয়া হয়।

শিবিরের জন্য বেলবাড়ির বি ডি ও অসিত কুমার দাস সোসাইটির প্রশংসা করেন। সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ বিভীষণ মজুমদার এ ধরনের শিবির বিভিন্ন দূরবর্তী জায়গা যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা দরকার সেসব জায়গায় করবেন বলে জানান।

THE ART OF LIVING

Sahaj Samadhi Meditation Program By
Arpit Jajodia
A renowned AOL faculty & dynamic Yogi
When : 23rd September - 25th September 2016
Where Morning : Temple of Knowledge, Banamalipur, Agartala. Evening : Krishna Nagar, Agartala. Time : Morning- 6.30 am-8.30 am. Evening- 6.00 pm-8.00 pm
For Details & Registration Contact : 9774062626, 9615370781, 8131033540, 9615189791.

ভোট বিভাজন রুখতে তৃণমূলের অবস্থান থেকে বার্তা কর্মীদের

তেলিয়ামুড়া অফিস, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আই পি এফ টি দলের ২৩ আগষ্টের মিছিলের উপর হামলার পরিকল্পনা মেলারমাঠ আগে থেকেই নিয়েছিল। তাই পরিকল্পনা মাফিক আগরতলা সূর্য চৌমুহনী থেকে শুরু করে প্রতি মোড়ে মোড়ে ডি ওয়াই এফ আই এবং এস এফ আই কর্মীদের দিয়ে আই পি এফ টির মিছিলের উপর কাঁচের বোতল নিক্ষেপ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। উপরের কথাগুলো বলেন, রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তৃণমূল নেতা বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ।সোমবার তেলিয়ামুড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর এলাকা ভিত্তিক এগার দফা দাবিতে আট ঘন্টার গণঅবস্থানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীরায়বর্মণ। এই গণ অবস্থানে প্রদেশ তৃণমূল নেতা বিধায়ক আশিস সাহাও বক্তব্য রাখেন। সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, সিপিএম দল চাইছে বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য আর্থিক দাবি ব্লকে ব্লকে লুট বাণিজ্যের অভিযোগ, মানুষের দাবি নিয়ে রাজ্যের মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন তাই তাদের এই দাবিদাওয়া ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে শাসক দল আবার দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করেছিল। বিরোধীদের তরফে দাবি করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত যদি মানিকবাবুর সাহস থাকে তবে হাইকোর্টের একজন বিচারপতি অথবা সিবিআইকে দিয়ে করানোর জন্য। কিন্তু শাসক দলের নির্দেশ অনুযায়ী মানিক সরকার এই তদন্ত করাচ্ছে জেলাশাসককে দিয়ে। যাতে মেলারমাঠ এবং মানিকবাবুর নির্দেশ মত তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। শ্রীরায়বর্মণ বলেন, রাজ্যে এখন চলছে লুট বাণিজ্য। বিশালগড় ব্লকেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লুট নয় রাজ্যের প্রতিটি ব্লকেই চলছে লুট বাণিজ্য। ২০১৪ সালে বিশালগড় ব্লকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। কিন্তু মেলারমাঠের সিপিএমের নেতারা তা করতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের চাপে পড়ে তদন্তে নেমে বিডিওকে অভিযুক্ত করে। পরে পালিয়ে যাওয়া বিডিও কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। শাসকদল শূন্য পদে নিয়োগ নিয়েও দুর্নীতি করছে। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থ দিচ্ছে। অথচ এই অর্থ সাধারণ মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে না। কিছু নতুন পাকা বাড়ি, স্কুল, নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করলেই উন্নয়ন করা হয়নি। এই সব স্কুলের শিক্ষক আসবাবপত্র কিছুই নেই। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক নিয়োগ কোথায়? জোট আমলে তিন হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এখন কেন্দ্র রাজ্যকে উন্নয়নের অর্থ দিচ্ছে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ কোটি টাকার উপর। রাজ্যে যা খরচ হয় তার শতকরা আটানব্বই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিচ্ছে তার পরেও বলা হয় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা? তৃণমূল নেতা সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বিভাজন করতে দেব না। শাসকদলের সেই আশা কিছুতেই বিভাজনের রাজনীতি করতে দেবনা। ২০১৮ নির্বাচনের জন্য পাখির চোখের মত দলীয় কর্মীদের এগিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এই গণ অবস্থানে বিধায়ক আশিস সাহা বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের প্রতিটি পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতগুলোতে নগর পালিকা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাজ করছে শাসকদল। জনগণের টাকা দিয